দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

## ড. ফয়েজ ঢা.বি'র নতুন ভিসি হচ্ছেন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ড. এস.এম.এ ফয়েজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হচ্ছেন। যে কোন সময় সরকারের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা আসতে পারে। সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ড. এস. এম. এ ফয়েজকে তার কার্যালয়ে ডেকে পাঠান এবং সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সম্ভব নয় বলে মনে করছে সরকার।

সূত্র আরও জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এর পরই প্রধানমন্ত্রী ড. এস.এম.এ ফয়েজকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত নেন।

# ঢাবির প্রক্টরিয়াল বিধিতে পরিবর্তন আসছে

## ১৯২৪ সালের আইন ২০০২ সালে অকার্যকর শিক্ষক-ছাত্রসহ বিভিন্ন মহলের অভিমত

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রচলিত প্রক্টরিয়াল বিধি পরিমার্জন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের বিগত কয়েকটি সভায় এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে প্রক্টরিয়াল বিধির সবকটি বিধি অকার্যকর হওয়ায় এবং ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও সব মহল থেকে এটা আধুনিকায়নের তাগিদ দেয়ায় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেছেন বলে কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে এ কথা জানা গেছে। সাম্প্রতিক আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের সাত দফা দাবির অন্যতম ছিল এ বিধির পরিমার্জন। শিক্ষক সমিতিও এ বিধি পরিবর্তনের দাবি তুলেছে। গত বৃহস্পতিবার অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির প্রতীক অনশনে শিক্ষকরা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সামনে প্রক্টরিয়াল বিধি আধুনিকায়নের দাবি তোলেন। বিকালে শহীদ মিনারে ছাত্রছাত্রীদের বিজয় সমাবেশেও একই দাবি তোলা হয়। বর্তমান প্রক্টরিয়াল আইনটি ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের তৈরি। ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পুনর্গঠন করা হলেও তখন প্রক্টরিয়াল বিধির উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন বা সংশোধন হয়নি বরং ছাত্র আন্দোলন ঠেকাতে তখন বিধিতে নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রণীত হলেও প্রক্টরিয়াল বিধিতে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। '৭৩ সালের অধ্যাদেশে শিক্ষকরা রাজনীতি করার অধিকার পেলেও প্রক্টরিয়াল বিধি অনুসারে ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার দেয়া হয়নি। ১৯৯৮ সালে প্রক্টরিয়াল বিধি সংশোধনের জন্য তৎকালীন সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। গত বছরে এ কমিটি দুটি সভা ছাড়া আর কোন কিছু করতে পারেনি বলে সূত্র জানিয়েছে। প্রক্টরিয়াল বিধির ৫(১) এবং ৫(২) অনুসারে আবাসিক হলের কোন ছাত্রের শৃংখলা ভঙ্গ অসদাচরণের কারণে



বিধি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

## বিধি : প্রক্টরিয়াল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাকে সর্বোচ্চ ২৫ এবং সহকারী প্রক্টররা ৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। কিন্তু গত এক দশকে এ ধরনের কোন জরিমানা করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। এছাড়া বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ২৫ টাকা জরিমানা হাস্যকরও বটে।

প্রক্টরিয়াল বিধির ৫(৬) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মকর্তার প্রক্টরিয়াল ক্ষমতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা তা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সহাকরী প্রক্টর ও ডিনরা বাদে গত এক যুগে কেউ এ বিধি প্রয়োগ করেননি। অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা তাদের এ ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিতও নন। আর যারা জানেন তারাও এ বিধি কখনও প্রয়োগ করেননি।

এ বিধিরই ৫(৫) ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পদের ক্ষতি সাধন করলে বা ধ্বংস করলে, ক্যাম্পাস অপরিচ্ছন্ন রাখলে এবং যথাযথভাবে সাইকেল, গাড়ি পার্কিং না করলে প্রক্টর যে কারও বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

প্রক্টরিয়াল বিধির সবচেয়ে বেশি লংঘিত হয় ৫(৪) ধারায়। এ ধারায় বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত বা অনুমোদিত ইউনিয়ন বা সমিতি ছাড়া কোন ধরনের ক্লাব, সোসাইটি বা ছাত্র সংগঠন গঠন করা যাবে না। অর্থাৎ এ ধারা অনুসারে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ... লংঘন, করে বলা ছাড়া বেশ, বা ...

Special Offer for
COMTECH 2002
2, 3, 4 August, 2002
Hotel Sonargaon, Dhaka
TK. 500 Prepaid Card
TK. 100 Prepaid Card Free
for Postpaid Connection
Discount and a Nice Bag Free
YOUR INTERNET APPETITE!
Visit Our Stall No C-9
dhakacom